(দা'ওয়াতে ইসলামী)

রিসালা নং: ৭২

সগে মদীনা (মদীনার কুকুর) বলা কেমন?

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

দেখতে থাকুন
মদীনা চ্যানেল
বাংলা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	বাতেনী কবয (আল্লাহ্‌র স্মরণের দিকে অন্তর ধাবিত না হওয়া)	২৬
তুর্কী এক আশিকে রাসূল	৪		
নাফরমান ব্যক্তি চতুষ্পদ হিংস্র পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট	৫	আসহাবে কাহাফের সংখ্যা	২৮
		আসহাবে কাহাফের কুকুর জান্নাতে প্রবেশ করবে	২৯
নিজের মুখে নিজেকে বড় বলা নিষেধ	৭		
নিজেকে নিজে আলিম বলা	৮	আসহাবে কাহাফের কুকুর বালআম ইবনে বাউরের আকৃতিতে জান্নাতে যাবে	৩০
আল্লাহ্ ও রাসূল -এর বাঘ	৯		
আল্লাহ্‌র তলোয়ার	১০	কুকুরের আক্রমণের আশংকা হলে তখন...	৩১
হে মাটিওয়ালা	১০	আমি ঈদ ব্যতীত কখনো নামায আদায় করিনি!	৩২
শেরে খোদা	১২		
হযরত আবু হুরায়রা -এর আসল নাম কি ছিল?	১৩	হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ -এর সৌভাগ্যমন্ডিত বাণী	৩৪
এক সাহাবীর উপাধি ছিল ছফিনা (নৌকা)	১৩	ইবনে হাজর অর্থাৎ পাথরের সন্তান	৩৪
উটের উপাধি প্রাপ্ত সাহাবী	১৪	হযরত আল্লামা জামী -এর ইশকে রাসূলের জযবা	৩৫
এক সাহাবীর উপাধি ছিল গাধা	১৫		
সাহাবায়ে কিরামদের বিনয় ও নম্রতা	১৭	হাফেজ সিরাজীর বাসনা	৩৬
হায়! যদি আমি পাখি হতাম	১৮	আ'লা হযরতের বিনম্রতা	৩৬
হায়! আফসোস! আমারই মা যদি আমাকে ভূমিষ্ট না করতেন	১৯	মাওলানা হাশমত আলী খাঁনের গর্ব	৩৭
		হযরত বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী -এর বিনয়	৩৭
হায়! যতি আমি ফলদার গাছ হতাম	১৯		
হায়! আমি যদি মানুষ না হতাম	২১	মৃত কুকুর হওয়ার আকাংখা প্রকাশ করার পুরস্কার	৩৮
হায়! যদি আমি ভেড়ার বাচ্চা হতাম	২১		
হায়! যদি আমি ছাই হতাম	২২	হুযুর পুরনূর ﷺ এর ৮৪বার দীদার	৩৯
হায়! যদি আমি গাছের পাতা হতাম	২৩	আশিকে রাসূলের অনন্য মৃত্যু	৪০
হায়! যদি আমি দুম্বা হতাম	২৩	কথাবার্তা বলার ১২টি মাদানী ফুল	৪২
আসহাবে কাহাফের কুকুর	২৪		
আউলিয়ায়ে কিরামদের বরকতময় সংস্পর্শ এবং কুকুর	২৫		

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সগে মদীনা (মদীনার কুকুর) বলা কেমন?(১)

শয়তান লখো বাঁধা দিবে তবুও এই রিসালাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের এক বিশাল ভান্ডার অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়ো। নিঃসন্দেহে তোমাদের দরূদ পড়া, তোমাদের গুনাহ সমূহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (ইবনে আসাকির রচিত তারিখে দামেশ্‌ক, ২১তম খন্ড, ৩৮১পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১) এই বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শাবান মাস ১৪২৯ হিজরি, আগষ্ট ২০০৮ ইংরেজিতে আশিকানে রাসূলেলর মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** আন্তর্জাতিক **মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা** (বাবুল মদীনা) করাচী-তে প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে পেশ করা হলো।
--- মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

তুর্কী এক আশিকে রাসূল

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার একবার এ সৌভাগ্য হলো যে, আমি গুনাহগার মসজিদে নববী শরীফে عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বসে আমার প্যাডে কিছু লিখছিলাম। নিকটে বসা একজন তুর্কী হাজী সাহেবের নজর আমার প্যাডের উপর লিখা নাম "সগে মদীনা (মদীনার কুকুর) মুহাম্মদ ইলিয়াস কাদেরী" এর উপর পড়লো। তখন তিনি আমার হাত থেকে প্যাড নিয়ে বললেন: **সাগাম সাগানে মদীনা** (অর্থাৎ আমি মদীনার কুকুর গুলোর ১টি কুকুর) এটা বলতে বলতে তিনি আন্তরিকতার সহিত প্যাডে চুমু খেলেন سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! এটা এ তুর্কী আশিকে রাসূলের মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ ছিলো। যেখানে শয়তান কাউকে এ বলে কুমন্ত্রনা দেয় যে, মানুষ হলো, আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সকল সৃষ্টির সেরা। তাকে কোন চতুস্পদ জীব-জন্তু যেমন বিড়াল, ঘোড়া, গাধা, বাঘ, চিতাবাঘ, ইত্যাদির সাথে তুলনা করা বা বলা মানুষের মর্যাদাহানিকর বিষয়। এমনকি নিজেকে নিজে কুকুর বললেও **আল্লাহ্**র নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। কেননা, **আল্লাহ্ তায়ালা** উত্তম বৈশিষ্ট্য দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কেউ নিজেকে মদীনার কুকুর কিভাবে বলতে পারে? বা লিখতে পারে? সম্পূর্ণ বর্ণনা শুনলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মনের কুমন্ত্রনা দুর হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সকলকে শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে হিফাযত করুক। (আমিন) যদি আমার বর্ণনা সগে মদীনা (মদীনার কুকুর) বলা কেমন? রিসালাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনোযোগ সহকারে শুনেন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শয়তান নিজের মাথায় নিজে ধুলাবালি দিয়ে অপমানিত হয়ে পালিয়ে যাবে এবং আপনার মনের অজান্তে বলতে শুরু করবেন:

দু জাঁহা কি ফিকরো ছে ইউ নাজাত মিল জাতি,
মাই মদীনে কা সাছ মুছ কুত্তা বনগিয়া হুতা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নাফরমান ব্যক্তি চতুষ্পদ হিংস্র পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুমন্ত্রনা হলো, মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা জীব, তাই মানুষকে কোন পশুর সাথে তুলনা করা যায়না। এ ব্যাপারে জেনে রাখুন যে, সৃষ্টিজগত ছুরত বা আকৃতির দিক থেকে বাস্তবে মানুষ অনেক উত্তম বা সুন্দর। বরং বাস্তবে যে মানুষ **আল্লাহ্ তায়ালার** নাফরমান বা হুকুম মানে না সে হল শয়তানের অনুসারী। এই ধরণের মানুষ নিশ্চিত হিংস্র পশুর চেয়েও আরো নিকৃষ্ট। এ কথাটি আমি আমার পক্ষ হতে বলিনি বরং **আল্লাহ্ তায়ালা** কুরআনে মজিদের ৩০ তম পারার সূরা ত্বীনের ৪ ও ৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْۤ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ﴿۴﴾ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِیْنَ ﴿۵﴾

(পারা: ৩০, সূরা: ত্বীন, আয়াত: ৪-৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমি মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাকে নিম্ম থেকে নিম্ম তর অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছি।

দেখুন! কুরআন মজিদে মানুষকে অতি উত্তম বা সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করার কথা বলার পরে নিম্ম থেকে নিম্ম অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার আলোচনা করা হয়েছে। প্রখ্যাত মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় মানুষের উত্তম আকৃতি ও দৈহিক সৌন্দর্যের আলোচনা করার পর ৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ মানুষ যদি উল্লেখিত নেয়ামতের মর্যাদা না বুঝে কুফরী ও বদ আমল করা বেছে নেয়, তখন আমি তাকে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট পোকা মাকড় বরং ময়লা-আবর্জনা থেকেও আরো নিকৃষ্ট করে দিই। এমনকি তার পরকালের ঠিকানা জাহান্নাম নির্ধারণ করে দিই। প্রকাশ থাকে যে, কাফের বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানুষ দেখা যাওয়া সত্ত্বেও পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। (নুরুল ইরফান, ৯৮৭ পৃষ্ঠা)

কুরআন মজিদের ৮ম পারার সূরা আ'রাফের ১৭৯ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

أُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿۱۷۹﴾

(পারা: ৮, সূরা: আ'রাফ, আয়াত: ১৭৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং তা অপেক্ষাও অধিক ভ্রান্ত। তারাই অলস্যের মধ্যে পড়ে রয়েছে।

প্রখ্যাত মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মানুষ যদি ঠিক থাকে তখন কোন কোন ফেরেশতাকেও মর্যাদায় অতিক্রম করে ফেলে। আর যদি উল্টা পথে চলে তখন পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। কেননা পশুরও নিজের ভালোমন্দ জানে কিন্তু এ ধরণের মানুষ তাও জানেনা। কুকুরও নাকের ঘ্রাণ দ্বারা পরীক্ষা করে কোন খাদ্যে মুখ দেয়। কিন্তু মানুষ ভালোভাবে যাচাই-বাছাই না করে হালাল হারাম সব খেয়ে ফেলে।

(নুরুল ইরফান, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

নিজের মুখে নিজেকে বড় বলা নিষেধ

আশা করি এ কথা বুঝে এসেছে, যে মানুষ **আল্লাহ্ তায়ালার** অনুগত সে মান ও সম্মানের মালিক। অন্যথায় যে মানুষ শয়তানের অনুসারী, সে জীব-জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। তথাপিও মনের এ খটকা বাকী রয়ে গেল যে, কাফের পশুর চেয়েও আরো নিকৃষ্ট। কিন্তু মুসলমান নিজকে নিজে কুকুর ও অন্যান্য প্রাণী না বলা চাই বা বলা উচিত নয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

এ বিষয়ে আবেদন হলো, যদি কোন মুসলমান নিজেকে নিজে বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে কুকুর বলে বা লিখে এতে ইসলামী শরীয়াতে কোন অসুবিধা নেই। বিনয় ও নম্রতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নিজের জন্য নিজে (কুকুর) বলা এমন ধরণের শব্দ ব্যবহার করা বুযুর্গানে দ্বীনদের মধ্যে প্রচলন রয়েছে। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, "নিজের মুখে নিজে বড় হওয়া" অর্থাৎ নিজের নফসের খুশির জন্য নিজের বড়ত্ব বর্ণনা করার কোন অনুমতি নেই। যেমনিভাবে- কুরআনে মজিদের ২৭ পারার সূরা নজমের ৩২নং আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

فَلَا تُزَكُّوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿۳۲﴾

(পারা: ২৭, সূরা: নাজম, আয়াত: ৩২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং নিজেরা নিজেদেরকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বলো না, তিনি ভালোভাবে জানেন যারা খোদাভীরু।

নিজেকে নিজে আলিম বলা

আলিম হওয়া বড় সুন্দর বিষয়। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে নিজের মুখে নিজেকে আলিম বলবে না। যেমনিভাবে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ قَالَ اَنَا عَالِمٌ فَهُوَ جَاهِلٌ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে নিজে আলিম বলে সে মূলতঃ জাহেল।"

(আল মুজামুল আওসাত, লিত ইমাম তিবরানী, ৫ম খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৮৪৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

আল্লাহ্ ও রাসূল -এর বাঘ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় মাহবুব হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকে বেশি মানুষের ইজ্জত ও সম্মান আর কে বুঝতে পেরেছেন? **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া করে কোন কোন সাহাবায়ে কিরামকে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর উপাধিতে ভূষিত করেছেন। যেমন- **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের চাচাজান সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামযা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে **আল্লাহ্** ও **রাসূলের** বাঘ উপাধিতে ভূষিত করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন: "আমার নিকট হযরত জিবরাইল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এসে বললেন; সাঁত আসমানে এটা লিখা হয়েছে যে, হযরত হামযা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ **আল্লাহ্** এবং তার রাসূলের বাঘ।"

(আল্লামা হাকেমের মুস্তাদরাক, ৪র্থ খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৯৫০, দারুল মারেফাহ, বৈরুত)

ওহ খোদা কে শের হে, ওহ মুস্তফা কে শের হে,
হাম সাগে গাউছ ও রেযাহে, হাম সগে আজমীর হে।

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

আল্লাহ্‌র তলোয়ার

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে **আল্লাহ্‌র** তলোয়ার সমূহের মধ্যে **১**টি তলোয়ার উপাধিতে ভূষিত করেছেন।"

(সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৫৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৫৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

প্রখ্যাত মুফাস্‌সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ হাদীসের ব্যখ্যায় বলেছেন: "سَيْفُ الله" সাইফুল্লাহ্ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালার** তলোয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বড় বাহাদুর। সম্মান, মহত্ব বর্ণনার জন্য **আল্লাহ্ তায়ালার** দিকে সম্পর্ক করা হয়েছে। **(মিরআতুল মানাজিহ, ৮ম খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা, জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর)**

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে মাটিওয়ালা

রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন প্রিয় কন্যা, খাতুনে জান্নাত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুজ যাহরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর বাড়িতে তাশরীফ আনলেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

মাওলায়ে কায়েনাত হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী মুশকিল কোশা আলী মুরতাজা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে সেখানে উপস্থিত না পেয়ে শাহজাদী হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে তার (আলীর) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, ফাতেমা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا জবাবে বললেন: মসজিদে গিয়েছেন। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে গিয়ে দেখলেন, হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم মাটির উপর শুয়ে আছেন। তাঁর চাদর মুবারক শরীর থেকে নিচে পড়ে রয়েছে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের হাত মোবারক দিয়ে হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর পিঠ থেকে মাটি ঝেড়ে ফেললেন আর বললেন: قُمْ اَبَا تُرَابٍ قُمْ اَبَا تُرَابٍ অর্থাৎ উঠো হে আবু তুরাব, উঠো হে আবু তুরাব (অর্থাৎ হে মাটি ওয়ালা) উঠো। হযরত সায়্যিদুনা সাহল ইবনে সাদ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নিজের নামের মধ্যে সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম ছিল "আবু তুরাব"। যখন তাঁকে এ নামে ডাকা হতো। তখন তিনি খুব খুশী হতেন। তার আবু তুরাব (মাটিওয়ালা) নাম রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রেখে ছিলেন।

(সহীহ বুখারী, ১ম ২য় ও ৪র্থ খন্ড, ১৬৯, ৫৩৫ ও ১৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪১, ৩৭০৩, ৬২০৪)

আহ! আত্তার বনগিয়া ইনসান, খাঁক কিউ না বানা মদীনে কী।

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

শেরে খোদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাঘ সাহসিকতার আলামত (বহন করে)। বাহাদুর ব্যক্তিদেরকে সাধারণ মানুষ "বাঘ"বলে থাকে। অথচ এটা এমন এক হিংস্র জানোয়ার যার মুখের লালা ও উচ্ছিষ্ট উভয় নাজাসাতে গলিজা এবং নাপাক। কোন মানুষকে এ উপাধি দেয়ায় মানুষের সম্মান বা মহত্ব হেয় প্রতিপন্ন হয় কি হয় না? কখনো হয় না। কেননা, মুসলিম মুজাহিদ, সকল বাহাদুরদের সরদার, খায়বার যুদ্ধের বিজেতা মাওলায়ে কায়েনাত মাওলা মুশকিল কোশা আলী মুরতাজা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে মুসলমানগণের ছোট ছোট বাচ্চা শেরে খোদা বলে থাকেন। এত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও আজ পর্যন্ত কোন আলেমে দ্বীন হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে মাওলা আলীকে শেরে খোদা (অর্থাৎ **আল্লাহ্**র বাঘ) বলা থেকে নিষেধ করেননি। সুতরাং কেউ যদি অতি বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করতে গিয়ে **আল্লাহ্**র ভয়ে নিজেকে অতি নগন্য মনে করে সগে মদীনা (মদীনার কুকুর) বলে এতে আপত্তি কেন?

দু জাঁহা কি ফিক্‌রো ছে ইয়ো নাজাত মিলজাতী,
মাই মদীনেকা সাচ মুছ কুত্তা বনগায়া হোতা।

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

হযরত আবু হুরায়রা -এর আসল নাম কি ছিল?

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নাম হয়তো কারো জানা আছে। "আবু হুরায়রা" নাম নয় বরং কুনিয়াত বা উপনাম, যা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে উপাধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। "আবু হুরায়রা" অর্থ বিড়ালের বাবা। উনার আসল নামের ব্যাপারে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আইনী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আসল নামের ব্যাপারে প্রায় ৩০টি অভিমত রয়েছে। সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত মতে, তার নাম আব্দুল্লাহ্ বা আব্দুর রহমান ছিলো। (উমদাতুল ক্বারী, ১ম খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

মাই গোলামে গোলামানে আহমদ, মাই সগে আস্তানে মুহাম্মদ,
কাবেলে ফখর হে মউত মেরী কাবেলে রিশক হে মেরা জীনা।

এক সাহাবীর উপাধি ছিল ছফিনা (নৌকা)

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা ছফিনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আসল নাম এক বর্ণনা অনুযায়ী ছিলো, "মেহরান"। **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে তিনি ছফিনা (নৌকা) উপাধি লাভ করেন। আর এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। (ইবনে জুযী রচিত "আল মুনতাজাম তারিখুল মুলক ওয়াল উমাম", ৫ম খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

আকে না ফাঁসা হুতা মাই বতুরে ইনসান কাশ!
মাই ছফিনা তৈয়বা কা কাশ বনগিয়া হুতা।

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উটের উপাধি প্রাপ্ত সাহাবী

হযরত সায়্যিদুনা বুরাইদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: একবার **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সফর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য আমার নসীব হয়েছিলো। সফরসঙ্গী সাহাবীগণের সফরের জিনিসপত্র বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে গেল। তারা আমার কাছে জিনিসপত্র রাখতে শুরু করলেন, **আল্লাহ্ তায়ালা**র **মাহবুব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: اَنْتَ زَامِلَةٌ অর্থাৎ তুমি হচ্ছো বোঝা বহনকারী উট। **(তারিখুল ইসলাম, লিয যাহাবী, ১ম খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা)**

উট বনগিয়া হুতা আউর ঈদে কুরবাঁ মে,
কাশ! দান্তে আক্বা ছে নহর হুগিয়া হুতা।

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

এক সাহাবীর উপাধি ছিল গাধা

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে: **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবদ্দশায় একজন সাহাবী ছিলেন যার নাম ছিল "আবদুল্লাহ্" এবং উপাধি ছিল হেমার (গাধা)। তিনি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রায় সময় কৌতুকের মাধ্যমে হাসাঁতেন। (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৭৮০) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নুযহাতুল কারী ৫ম খন্ডের ৭৪৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: কাউকে খারাপ উপাধি দেয়া নিষেধ। ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ

(পারা: ২৬, সূরা: হুজরাত, আয়াত: ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর একে অপরের মন্দ নাম রেখো না।

এরপরও **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগে এ সাহাবীর উপাধি কিভাবে "গাধা"ছিল? খারাপ উপাধি দেয়া মানুষকে কষ্ট দেয়া এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের কারণ বটে। কিন্তু কখনো কখনো এ প্রকারের নাম বিশেষ অবস্থায় বা বিশেষ কারণে মানুষের নিকট অতি প্রিয় হয়ে যায়। যেমন- কোন দ্বীনি বুযুর্গ এ উপাধি রেখে দিয়েছেন যেমন আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নাম **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم اَبُوْتُرَاب অর্থাৎ মাটিওয়ালা রেখেছেন।

www.dawateislami.net

প্রকাশ থাকে যে, আভিধানিক অর্থ হিসেবে এ বাক্য যদিও অপমান জনক বা তুচ্ছার্থে হয়, কিন্তু হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নিকট এ নাম সবচেয়ে পছন্দের ছিল। এমনিভাবে আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে বিড়াল ছানাওয়ালা। ذَاتُ النِّطَاقَيْن (অর্থাৎ দুইটি কমরবন্দ ওয়ালা) আরবদের পরিভাষায় যদিও অপমান বা তুচ্ছার্থের শব্দ ছিল। কিন্তু হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন হযরত আছমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে (দুইটি কমরবন্দ ওয়ালী) বলে দিয়েছেন, তা তার জন্য বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল এমন যে, হতে পারে, **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো উক্ত সাহাবীকে নিজে গাধা উপাধি দিয়েছেন অথবা কোন সম্মানিত সাহাবী তাঁকে গাধা উপাধি দিয়েছিলেন, যার কারণে এ নাম তার অতি পছন্দের হয়ে গেল।

কিউ হাস্ন কে কেহ্ দিয়া মেরে দরকা ফকির হে,
মেরা মিজাজ আউর ভী শাহা না হুগিয়া।
(নুযহাতুল ক্বারী, ৫ম খন্ড, ৭৪৭ পৃষ্ঠা, ফরিদ বুক স্টল, লাহোর)

কাশ! খার ইয়া খাচ্চর ইয়া ঘোড়া বনকর আতা আউর,
মুস্তফা নে কুন্টে ছে বান্দ কর রাখা হুতা।

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

সাহাবায়ে কিরামদের বিনয় ও নম্রতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশরাফুল মাখলুকাত এবং মানুষের সম্মান ও মহত্ব শব্দ ২ টির মর্ম নিশ্চিত আমাদের থেকে বেশি বুঝতেন। তাদের এ সকল পবিত্র আত্মা مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) **আল্লাহ্**র প্রতি অকৃতজ্ঞ হিসেবে নয়, বরং **আল্লাহ্ তায়ালা**র ভয়ে অত্যাধিক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এবং সর্ব শক্তিমান **আল্লাহ্ তায়ালা**র গোপনীয় ও গোপন ব্যবস্থাপনাকে ভয় করে নিজেকে নিজে ছোট তুচ্ছ মনে করে বিনয় ও নম্রতার সুরে কখনো গাছপালা কখনো মাটি, কখনো পাখি, এবং কখনো চতুস্পদ জন্তু হয়ে দুনিয়াতে আসার ব্যাপারে নিজেদের মনের আকাংখা প্রকাশ করেছেন। কেননা, জীব জন্তুর এবং অন্যান্য সৃষ্টি জগতের শেষ পরিনাম মন্দ হওয়ার কোন ভয় নেই। তাদের মৃত্যুকালীন বিভীষিকাময় অবস্থা কষ্ট, কবরে একাকীত্ব ও আযাব এবং জাহান্নামের শাস্তির মধ্যে পতিত হতে হবে না। বরং আকাংখা করে থাকেন যে, হায়! যদি আমি সৃষ্টিই না হতাম।

কাশ! কে মাই দুনিয়ামে পয়দা না হুয়া হুতা,
কবরো হাশর কা ছব গম খতম হুগিয়া হুতা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

হায়! যদি আমি পাখি হতাম

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একবার একটি পাখিকে গাছের উপর বসা দেখে বললেন! হে পাখি! তুমি বড় সৌভাগ্যবান। **আল্লাহ্**র শপথ! হায়! যদি আমি তোমার মতো হতাম তাহলে গাছে বসতাম ফল খেতাম আর উড়ে যেথাম, তোমার উপর কোন হিসাব ও শাস্তি নেই। **আল্লাহ্**র শপশ! হায়! আমি কোন রাস্তার পাশের গাছ হতাম, আর সে স্থান দিয়ে উট আসা-যাওয়া করতো, সে উট আমাকে মুখে নিতো, চিবিয়ে খেতো, হজম করে আবার বের করে ফেলতো! হায়! যদি আমি মানুষ না হতাম। **(মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, ৮ম খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)** আরেক জায়গায় তিনি বলেছেন: আমি যদি কোন মুসলমানের বাহুর পশম হতাম! **(আয যুহদ লিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রচিত, ১৩৮ পৃষ্ঠা, নং- ৫৬০)**

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

তার বন গায়া হুতা মুর্শিদি কে কুরতে কা,
মুর্শিদি কে সিনে কা বাল বন গেয়া হোতা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

হায়! আফসোস! আমারই মা যদি আমাকে ভূমিষ্ট না করতেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এক স্থানে খড়কুটা উঠাতে গিয়ে বলতে লাগলেন: হায়! আমি যদি এ খড়কুটা হতাম। হায়! আমার মা-ই যদি আমাকে প্রসব না করতেন।

(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ৮ম খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা)

আহ! সলবে ঈমান কা খাউফ কায়ে যাতা হে,
কাশ! মেরী মা নে হী মুঝকো না জনা হুতা।

হায়! যদি আমি ফলদার গাছ হতাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একবার **আল্লাহ্**র ভয়ে অতি বেশি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে লাগলেন: **আল্লাহ্**র শপথ! হায়! যদি সে দিন তিনি আমাকে এমন গাছ বানাতেন যা কাটা যায় এবং যার ফল খাওয়া যায়।

(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ৮ম খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্র **প্রিয় মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ্ তায়ালা**র শপথ যদি তোমরা ঐ বিষয়গুলো জানতে, যা আমি জানি, তাহলে তোমরা অল্প হাসতে আর বেশি বেশি কাঁদতে, নিজের স্ত্রীদের সাথে আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্বাদ বা মজা উপভোগ করতে না। বরং **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে গুনাহ ক্ষমা চাওয়ার জন্য নির্জন স্থান জঙ্গলের দিকে চলে যেতে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলতে লাগলেন: يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ অর্থাৎ হায়! আফসোস! আমি যদি এমন গাছ হতাম যা কেটে ফেলে হয়। (মিশকাতুল মাসাবীহ, ৩য় খন্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৩৪৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত) প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, আমি যদি মানুষ না হতাম যে শরীয়াতের অনেক আহকাম পালণে বাধ্য হয় এবং যে গুনাহ করে অপরাধী হয়, এটা এমন লোকদের ভয়-ভীতি ছিলো, যাদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ কুরআনে কারীম এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দিয়েছেন। এখন চিন্তা করে দেখুন আমাদের অবস্থা কি? মূল কথা হলো, সাহাবায়ে কিরামদের নিকট **আল্লাহ্**র নৈকট্য যত বেশি ছিলো, **আল্লাহ্**র ভয় ও তদ্রুপ বেশি ছিলো। **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদেরকে তাঁর ভয় দান করুক। (মিরআতুল মানাজিহ, ৭ম খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

মেঁ বজায়ে ইনসাঁ কে কোয়ি পুদা হোতা ইয়া,
নাহল বন কে তাইবা কে বাগ মে খাড়া হুতা।
গোল বন মদীনা কা কাশ! হুতা মে সবজা,
ইয়া বতুরে তিন্‌কা হি সে ওয়াহা পড়া হুতা।

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

হায়! আমি যদি মানুষ না হতাম

এক জায়গায়, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: হায়! আমি যদি দুম্বা হতাম তাহলে আমাকে মালিক খুব সুন্দরভাবে লালন-পালন করতো। আমাকে জবাই করে কিছু মাংস ভুনা করতো। এবং কিছু মাংস শুকনা করতো, অতঃপর আমাকে খেয়ে ফেলতো। হায়! যদি আমি মানুষ না হতাম। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৬, দারুল ফিকির, বৈরুত)**

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

কাশ! মাই মদীনে কা কোয়ি দুম্বা হুতা,
ইয়া সীঙ্গ ওয়ালা ছীত কুবরা মেইন্ডা বনগেয়া হুতা।

হায়! যদি আমি ভেড়ার বাচ্চা হতাম

ইসলামের একজন মহান সেনাপতি হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যাকে **হুযুর রহমাতুল্লিল আলামিন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উম্মতের আমানতদার বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি নিজের ব্যাপারে প্রায়ই বলতেন, হায়! যদি আমি ভেড়ার বাচ্চা হতাম, আমাকে আমার মালিক জবেহ করে ফেলতো, আমার মাংস খেয়ে ফেলতো এবং শুরবা পান করে ফেলতো।

(আত তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খন্ড, ৩১৪ ও ৩১৫ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

জা কনী কি তাখলিফা জবাহ ছে হে বড়কর কাশ!
ভেড় বনকে তৈয়্যবা মে জবেহ হুগিয়া হুতা।

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হায়! যদি আমি ছাই হতাম

হযরত সায়্যিদুনা ইমরান বিন হুসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ যার সাথে ফেরেশতা এসে মোলাকাত করতেন এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ করতেন। তার ব্যাপারে হযরত সায়্যিদুনা কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত আছে; তিনি বলতেন: হায়! যদি আমি ছাই হতাম যা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেত। (আত তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৪র্থ খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা)

কাশ! মাই উড়তা ফিরো খাকে মদীনা বনকর,
আউর মছলতা রহু সারকার কো পানে কেলিয়ে।

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হায়! যদি আমি গাছের পাতা হতাম

উম্মুল মু'মিনীন, হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا **আল্লাহ্ তায়ালার** ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত, বিনয় ও নম্রতার সুরে কখনো গাছ কখনো গাছের পাতা, কখনো ঘাস, কখনো মাটির আকৃতিতে সৃষ্টি হওয়ার আকাংখা প্রকাশ করতেন। (তাবকাতুল কুবরা, ৮ম খন্ড, ৫৯ ও ৬০ পৃষ্ঠা, সারসংক্ষেপ)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আগার কিসমত ছে মাই উনকি গলি কি খাক হু জাতা,
গমে কাউনাইন কা ছারা বিগড়া পাক হু জাতা।

হায়! যদি আমি দুম্বা হতাম

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ একবার বলতে লাগলেন: মৃত্যুর পরে যা কিছু হবে তা যদি তোমরা জানতে তাহলে কখনো সুস্বাদু খাবার গ্রহণ করতে না, ছায়া সম্পন্ন ঘরে থাকতে না, বরং নির্জন বিরাণ মহলের দিকে বের হয়ে সারা জীবন কান্না কাটিতে অতিবাহিত করে দিতে। অতঃপর তিনি আফসোস করে বলতে শুরু করলেন, যদি আমি গাছ হতাম! আমাকে কেটে ফেলা হতো। (আর যুহদ লিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ১৬২ পৃষ্ঠা, ৭৪০ নং হাদীস)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

অপর বর্ণনায় আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: যদি আমি দুম্বা হতাম। আমাকে কোন মেহমানের জন্য জবেহ করে দেয়া হতো। আমি খাদ্য হতাম এবং অপর কাউকে খাওয়ানো হতো।

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৪৭তম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

ফিকরে মা'য়াশ বদ বালা হোউলে মা'দ জাঁগুযা,
লাখো বালা মে ফাঁসে কো রূহ বদন মে আয়ী কিউ। (হাদায়েকে বখশিশ)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আসহাবে কাহাফের কুকুর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি কেমন ভীতি ছিল। নিশ্চিত প্রত্যেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان সকলেই ছিলেন ন্যায় পরায়ন, সৎপ্রকৃতির এবং অকাট্যভাবে জান্নাতী। তারা আমাদের চেয়েও মানুষের সম্মান, মর্যাদা-মহত্ব বেশি বুঝতেন। হয়তো এরপরও মনের ঐ কুমন্ত্রণা বাকী থাকতে পারে যে, অন্ততপক্ষে কুকুরের সাথে মানুষের তুলনা না দেয়া। এমনকি এ অপবিত্র পশুর এর সম্পর্ক পবিত্র মদীনা শরীফের زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا সাথে সাব্যস্ত করা অনেক বড় অন্যায় ও দুঃসাহসীকতা।

www.dawateislami.net

এর জবাবে বিনয়ের সাথে বলছি যে, বিনয় ও নম্রতার সুরে নিজেকে নিজে কুকুর বলাতে কোন অসুবিধা নেই। যা বুযুর্গানে দ্বীনদের থেকে প্রমাণিত রয়েছে। মদীনা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর মহত্ব ও সম্মানের প্রতি আমাদের লাখো সালাম। কিন্তু পবিত্র কুরআনে মজিদে আসহাবে কাহাফের কুকুরের আলোচনা উল্লেখ রয়েছে। যেমন- ১৫ পারার সূরা কাহাফ -এর ১৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ

(পারা: ১৫, সূরা: কাহাফ, আয়াত: ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তাদের কুকুর আপন সম্মুখে পা দুটি প্রসারিত করে আছে গুহাদ্বারে চৌকাঠের উপর।

আউলিয়ায়ে কিরামদের বরকতময় সংস্পর্শ এবং কুকুর

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, আসহাবে কাহাফ তথা বুযুর্গদের সংস্পর্শ কুকুরকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে, উক্ত কুকুরের আলোচনা কুরআন শরীফে সম্মানের সাথে করা হয়েছে। এ কুকুর স্থায়ী জীবন লাভ করেছে। মাটি তাকে খায়নি। তাহলে যে মানুষের নবীর সংস্পর্শ নসীব হয়েছে, তাঁর (অর্থাৎ সাহাবীর) সম্মান ও মর্যাদা কেমন হবে?

www.dawateislami.net

এ কথাও জানা গেল, সকল ইবাদতের চেয়ে বড় ইবাদত হলো, উত্তম সংস্পর্শ গ্রহণ করা, কেননা, উত্তম সংস্পর্শের প্রভাব শুধু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। **(নুরুল ইরফান, ৪৭০ পৃষ্ঠা)**

তাফসীরে কুরতুবী ৫ম খন্ডের, ২৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: নেককার মানুষের সাথে ভালবাসা রাখা ব্যক্তিগণ অবশ্যই তাদের বরকত অর্জন করে থাকেন। একটি কুকুর নেককার বান্দা আসহাবে কাহাফের সাথে মুহাব্বত এবং সংস্পর্শে থাকার কারনে **আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁর পবিত্র কিতাব কুরআনুল করীমে তার আলোচনা করেছেন।

এক যমানা ছোহবতে বা আউলিয়া, বেহতর আজ ছদ সালা তা'য়াত বেরিয়া।

অর্থাৎ এক মুহূর্ত আউলিয়ায়ে কিরামদের সংস্পর্শে অবস্থান করা বা সময় কাটানো শত বছরের অকনিষ্ট ইবাদতের চেয়েও উত্তম।

বাতেনী কবয (আল্লাহ্র স্মরণের দিকে অন্তর ধাবিত না হওয়া)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কিরামের সংস্পর্শ দ্বারা ঈমান এমনভাবে সুদৃঢ় হয় যে, শত বছরের ইবাদত ও রিয়াজত তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বরং তাসাউফের পরিভাষায়, কবয (অর্থাৎ **আল্লাহ্**র স্মরনের প্রতি অন্তর ধাবিত না হওয়া) এর চিকিৎসা ছোহবতে শায়খ বা **আল্লাহ্**র অলিদের সংস্পর্শ ব্যতীত আর কিছুই নেই।

এক মুহূর্তের বাতেনী কব্য (**আল্লাহ্**র স্মরণ হতে অন্তর অন্য দিকে থাকা) এমন ধ্বংসকারী যে, সারা জীবনের রিয়াজত ও ইবাদত সমূহকে একেবারে শেষ পর্যায়ের করে দূর্বল করে দেয়। এমনকি মানুষ কোন কোন সময় কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। "লুবাবুল ইহইয়া" নামক কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: **আল্লাহ্**র যিকিরের আসল উদ্দেশ্য হলো, **আল্লাহ্**র মুহাব্বত। সদা সর্বদা হুজুরে কলব (আন্তরিক মনোযোগ) সহকারে স্বতন্ত্রভাবে **আল্লাহ্ তায়ালা**র যিকির করার দ্বারা **আল্লাহ্ তায়ালা**র মুহাব্বত অর্জিত হয়। আর এ ভালবাসার বরকতে মানুষ জীবনের শেষ মুহূর্তে ঈমান হারা হয়ে মৃত্যুবরণ করার ক্ষতি হতে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। وَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ (**আল্লাহ্ তায়ালা** ভালো জানেন)। (লুবাবুল ইহয়া, ১০৭ পৃষ্ঠা) কবযের (**আল্লাহ্**র স্মরন হতে অন্তর অন্য দিকে থাকা) এর চিকিৎসা কিভাবে হয়? কেননা, এ চিকিৎসা **আল্লাহ্** ওয়ালা বান্দাদের নেক নজরের উছিলায় উত্তম পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। বর্তমান যুগে **আল্লাহ্**র অলিদের সংস্পর্শে খুব কম লোক আসে। এ বিষয়ে জানা আছে, এমন লোকের সংখ্যাও খুব কম। প্রতি মুহূর্তে আমাদের বিপদের আশংকা বিদ্যমান। মনের এ অমনোযোগী অবস্থার চিকিৎসার জন্য হক্কানী আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام মাজারে হাজির হওয়ার মধ্যেও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে। যতটুকু সম্ভব আউলিয়াদের মাজারে গিয়ে যিকির, দরূদ শরীফ,

www.dawateislami.net

কুরআন তিলাওয়াত, দ্বীনি কিতাব অধ্যায়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন। ইছালে ছাওয়াব করুন, দোয়া করুন, আর মাজারে শায়িত অলির সুনজর কামনা করে নিজের মনের বাতেনী রোগের চিকিৎসার জন্য দোয়া করুন ঐ মাজারের চতুর্পাশের পরিবেশ যদি অনৈসলামিক হয় তার সাথে সম্পৃক্ত হবেন না। আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলার আশিকানে রাসূলের সাথে সম্পর্ক থাকলেও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার পেয়ে যাবেন। **হে আল্লাহ্**! আমাদের সকলকে বাতেনী কবয (অর্থাৎ **আল্লাহ্**র স্মরণের দিকে অন্তর ধাবিত না হওয়া) থেকে হেফাজত করো। যারা এ রোগের রোগী তাদের পরিপূর্ণ শিফা নসীব করো। আমাদেরকে সর্বদা তুমি ও তোমার **মাহবুব প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতে রাখো।

মুহাব্বত মে আপনি গোমা ইয়া ইলাহী! না পাঁউ মে আপনা পাতা ইয়া ইলাহী!
দিলকো উনছে খোদা জুদা না করে, বে কসী লুটলে খোদা না করে।

আসহাবে কাহাফের সংখ্যা

আসহাবে কাহাফের সংখ্যার বিষয়ে মুফাস্সীরগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে, কিন্তু কুরআন শরীফের বর্ণনায় প্রত্যেকবার আসহাবে কাহাফের কুকুরের আলোচনা খুব ভালোভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ১৫ পারার সুরা কাহাফের ২২ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًۢا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ؕ قُلْ رَّبِّيْۤ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۪ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿۲۲﴾

(পারা: ১৫, সূরা: কাহাফ, আয়াত: ২২-২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এখন বলবে, "তারা তিনজন, চতুর্থটি তাদের কুকুর" 'এবং কিছু লোক বলবে, তারা পাঁচজন, ষষ্ঠটি তাদের কুকুর' না দেখে অনুমানের উপর ভিত্তি করে, এবং কিছু লোক বলবে, "তারা সাতজন এবং অষ্ঠম টি তাদের কুকুর। আপনি বলুন, আমার প্রতি পালক তাদের সংখ্যা ভালো জানেন। তাদের সংখ্যা জানেন না। কিন্তু অল্প কয়েকজনই। সুতরাং তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করো না, কিন্তু এতটুকু আলোচনা, যা প্রকাশ পেয়েছে, এবং তাদের সম্পর্কে কোন কিতাবীকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না।

আসহাবে কাহাফের কুকুর জান্নাতে প্রবেশ করবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসহাবে কাহাফের কুকুর বড় সৌভাগ্যবান। আসহাবে কাহাফের মত বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى সংস্পর্শের বরকতে সে জান্নাতে যাবে। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

প্রখ্যাত মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেছেন: কিছু প্রাণী জান্নাতে যাবে। **রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উটনী কাছওয়া, আসহাবে কাহাফের কুকুর, হযরত ছালেহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর উটনী, হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর গাধা। যেমন, কোন কোন বর্ণনায় আল্লামা শেখ সাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

সগে আসহাবে কাহাফ রাওজা চান্দ,
পায়ে নেকা গারিফাত মারদমশুদ।

অর্থাৎ কিছুদিন আসহাবে কাহাফের সংস্পর্শের বরকতে তাদের কুকুরটি মানুষের আকৃতিতে জান্নাতে যাবে।

(মিরআতুল মানাজিহ ৭ম খন্ডের ৫০১ পৃষ্ঠা)

আসহাবে কাহাফের কুকুর বালআম ইবনে বাউরের আকৃতিতে জান্নাতে যাবে

আমার মহান মুর্শিদ আ'লা হযরত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আসহাবে কাহাফের কুকুর বালআম ইবনে বাউরের আকৃতি বা রূপ ধারন করে জান্নাতে যাবে। আর বালআম ইবনে বাউর নামক বনী ইসরাঈলের সে হতভাগা দরবেশ লোকটি কুকুরের আকৃতিতে জাহান্নামে যাবে। এ কুকুরটি **আল্লাহ্**র প্রিয় বান্দাদের সাথে অবস্থান করার কারণে **আল্লাহ্ তায়ালা** মানুষের আকৃতি বানিয়ে সেটাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

www.dawateislami.net

অপর পক্ষে বালআম ইবনে বাউর **আল্লাহ্**র প্রিয় বান্দাদের সাথে দুশমনি করেছিল অথচ সে বনী ইসরাইলের একজন বড় আলিম ছিলো মুস্তাযাবুদ দাওয়াত ছিলো। (অর্থাৎ সে যখন দোয়া করতো দোয়া কবুল হয়ে যেতো) বনী ইসরাঈলের লোকজন তাকে মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে বদ দোয়া করার জন্য অসংখ্য ধন-সম্পদ দিলো। এ অপদার্থ হতভাগার সম্পদের প্রতি লোভ এসে গেলো। আর সে বদ-দোয়া করতে শুরু করলো। তবে যে, শব্দগুলো মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর বদ-দোয়ার জন্য বলতে চাইলো এমন সময় তার সব উল্টা হয়ে গেলো, সবগুলো শব্দ তার নিজের বিপক্ষে বের হতে থাকলো। **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে ধ্বংস করে দিলেন। (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৩য় খন্ড, ২৭৯-২৮০ পৃষ্ঠা, ফরিদ বুক স্টল, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর হতে প্রকাশিত)

কুকুরের আক্রমণের আশংকা হলে তখন....

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তাফসীরে চালবীর মধ্যে বর্ণিত আছে:

যে ব্যক্তি কুরআনের এ শব্দগুলো وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ط কে লিখে, নিজের সাথে রেখে দিবে, সে কুকুরের ক্ষতি হতে নিরাপদে থাকবে। (তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান, ৪৭২ পৃষ্ঠা) যদি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে লাফিয়ে উঠে আক্রমণ করতে চায় তখনও কুরআনে পাকের এ বাক্যগুলো পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কুকুর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

www.dawateislami.net

আমি ঈদ ব্যতীত কখনো নামায আদায় করিনি!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশা করি যাদের মনের কুমন্ত্রণা এসেছিলো তাদের মনে এখন প্রশান্তি এসে গেছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সংস্পর্শে সর্বদা থাকলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এ ধরণের মনের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকবেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলে মাদানী কাফেলায় সফর করলে, পবিত্র রমযান মাসের পুরো মাস **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে অতিবাহিত করলে, কমপক্ষে রমযানের শেষ ১০ দিন ইতিকাফ করার সৌভাগ্য নসীব হলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এমন কিছু বিষয় অন্তত অর্জিত হবে, যা আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না। হে ইসলামী ভাই! আপনার উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য ইতিকাফের একটি মাদানী বাহার শুনাচ্ছি; পীর রোড বাবুল মদীনা করাচীর এক মুসলিম ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ: তিনি বলেন আমার মত গুনাহগার মানুষ খুব কমই আছে। আমার কিছু বান্ধবী ছিল। তখন আমার কু-স্বভাব এমন ছিল যে, প্রতিদিন অশ্লীল ফিল্ম দেখা আমার অভ্যাস ছিলো। আপনি শুনে বিশ্বাস করেন বা না করেন, আমি আমার অতীত জীবনে ঈদের নামাজ ব্যতীত কোন নামাযই আদায় করিনি। এমনকি আমার মোটেই জানা ছিল না যে, নামায কিভাবে আদায় করতে হয়? হঠাৎ একদিন আমার সৌভাগ্যের নক্ষত্র উদিত হয়ে গেলো।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় রমযানুল মুবারকের শেষ ১০ দিনের ইজতিমায়ী (সম্মিলিত) ইতিকাফ করার আমার ভাগ্যে জুটে গেলো, ফয়যানে মদীনার মাদানী পরিবেশের কারণে আমার অন্তরের চক্ষু খুলে গেলো। আমলী জিন্দেগীর প্রতি অমনোযোগীতা বা উদাসীনতার পর্দা দূর হয়ে গেলো। আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সৃষ্টি হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি নামায শিখে নিলাম এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে আদায় করা শুরু করলাম। আমি দু'টি মসজিদে ফয়যানে সুন্নাতের দরস শুরু করে দিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এলাকার ইসলামী ভায়েরা আমাকে এক মসজিদের যেলী নিগরান বানিয়ে দিলেন। আমি আমার প্রতি নেয়ামতের শোকরিয়া হিসেবে উপস্থাপন করছি যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে আমার মত গুনাহগার মানুষটির প্রতি এতবেশী দয়া হলো যে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার স্বপ্নে নসীব হয়ে গেল।

(ফয়যানে সুন্নাত, ফয়যানে রমযান, ১ম খন্ড, ১৪৬৮ পৃষ্ঠা)

জিসে চাহা জলওয়া দিখা দিয়া, উস জামে ইশ্‌ক পিলা দিয়া,
জিসে চাহা নেক বানা দিয়া, ইয়ে মেরে হাবীব কি বাত হে।
জিসে চাহা আপনা বানা লিয়া, জিসে চাহা দর পে বুলা লিয়া,
ইয়ে বড়ে করম কে হে ফয়সলে, ইয়ে বড়ে নসীব কি বাত হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ -এর সৌভাগ্য মন্ডিত বাণী

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে গভীরভাবে ভালবাসি, আমি **আল্লাহ্ তায়ালার** ভীতি পোষণকারী। যদি আমি জানতে পারি যে, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কোন কুকুরকে ভালবাসেন, তবে আমিও সেই কুকুরকে ভালবাসবো। আমি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর খাদিম। **(আল মুজামুল কবীর লিত তাবারানী, ৯ম খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা, নং: ৮৮১৪ দারু ইহইয়াউত তুরাছুল আরবী, বৈরুত)**

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ইবনে হাজর অর্থাৎ পাথরের সন্তান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামী বিশ্বের এক উজ্জল নক্ষত্র, অনন্য ব্যক্তিত্ব, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, হযরত আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর আসল নাম এর স্থলে তাকে ইবনে হাজর বলা হয়, কেন? শুনুন শরফে মিল্লাত হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল হাকীম কাদেরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন:

www.dawateislami.net

আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ইবনে হাজর[১] এজন্য বলা হয় যে, তার দাদা প্রসিদ্ধ এবং সাহসী হওয়া সত্ত্বেও নিঃশ্চুপ স্বভাবের ছিলেন, শুধু প্রয়োজনে কথা-বার্তা বলতেন। এজন্য তাকে পাথরের সাথে তুলনা করা হয়। **(তাকরিয়ুয্ যাওয়াজির, ৩৬ পৃষ্ঠা)**

হযরত আল্লামা জামী -এর ইশকে রাসূলের জযবা

একটি সাধারন মূলনীতি হলো যার সাথে গভীর মুহাব্বত থাকে তার সাথে সম্পৃক্ত সকল বস্তুর সাথে মুহাব্বত হয়ে যায়। আমাদের যেহেতু **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ভালবাসা রয়েছে। এজন্য রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শহর মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا সাথেও আমাদের ভলোবাসা রয়েছে। এ গভীর ভালবাসার রঙ্গে-রঙ্গীন হয়ে নিজকে নিজে সগে মদীনা বা (মদীনার কুকুর) বলা এবং বলানো, **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। যেমন- আরিফবিল্লাহ্ সায়্যিদী ইমাম আবদুর রহমান জামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ, **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলেন:

সাগত রা কাশ জামী নাম বুদে, কে আয়দ বর যবানত গাহে গাহে।

অর্থ:- হায়! **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি আপনার কুকুরের নাম জামী হতো! তাহলে আপনার পবিত্র জবানে বারবার জামী শব্দটি উচ্চারিত হতো।

---

(১) ইবনে হাজর এর অর্থ:- পাথরের সন্তান।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হাফেজ সিরাজীর বাসনা

ইরানের প্রসিদ্ধ সূফী সাধক কবি শামসুদ্দিন মুহাম্মদ হাফেজ সিরাজী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যিনি নামে পরিচিতি, তিনি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন:

শুনিদম কে সগা রা কালাদা মে বন্দী,
ছরা বা গর্দানে হাফিজ নমী নেহী রাসনে।

অর্থাৎ আমি শুনেছি, আপনি আপন কুকুরের গলায় রশি বেঁধে রেখেছেন, তাহলে হাফিজের গর্দানে রশি কেন বাঁধছেন না!

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের মাগফিরাত হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আ'লা হযরতের বিনম্রতা

অলিয়ে কামেল সত্যিকারের আশিকে রাসূল আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের রচিত কাব্যগ্রন্থ "হাদায়েকে বখশিশ" নামক কিতাবের বিভিন্ন স্থানে বিনম্রতার সুরে নিজের পরিচয়ে সগ (অর্থাৎ কুকুর) শব্দ ব্যবহার করেছেন।

www.dawateislami.net

যেমন তিনি আমাদের **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলীশান দরবারে বিনম্রতার সূরে আরয করেন:

জাঁও কাহা পুকারো কিছে কিছ কা মুহ তকো,
কিয়া পুরছিশ আউর জাভী সগে বে হুনার কী হে।

মাওলানা হাশমত আলী খাঁনের গর্ব

খলিফায়ে আ'লা হযরত, হযরত হাশমত আলী খান উবাইদে রযবী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

সগ হু মাই উবাইদে রযবী গাউস ও রযা কা,
ভাগতে হে মেরে আগে শেরে বাবর ভী।

হযরত বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী -এর বিনয়

হযরত সায়্যিদুনা শেখ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ গাউছে আযম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শানে রচিত কাব্যে বলেন:

সগে দরগাহে জিলানী বাহাউদ্দিন মুলতানী,
লিকায়ে দ্বীনে সুলতানী মহিউদ্দীন জিলানী।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! বড় বড় বুযুর্গানে দ্বীন নিজেকে নিজে অতি বিনয়ী ও নম্রভাবে **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **আল্লাহ্**র অলীগণের সগ (কুকুর) বলেছেন এবং নামের সাথে লিখেছেন।

www.dawateislami.net

তারা সকলে কি মানুষের মহত্ব, আশরাফুল মাখলুকাত শব্দের মর্মার্থ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? এটা কখনো হতে পারেনা। তাহলে **আল্লাহ্ তায়ারা** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমিক এবং আউলিয়ায়ে কিরামদের সাথে আন্তরিক মুহাব্বত কারী সগে মদীনা অর্থাৎ (মদীনার কুকুর) মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী আখেরাতের চিন্তা এবং মদীনার মুহাব্বতে ডুবে কেন বলবেন না?

মাই মদীনেকি গলী কা কোয়ি কুত্তা হুতা,
কাশ! হুতা না মাই ইনসান মদীনে ওয়ালে।

মৃত কুকুর হওয়ার আকাংখা প্রকাশ করার পুরস্কার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ পর্যন্ত জীবিত কুকুর হওয়ার আকাংখার আলোচনা চলছিল। আশা করি মদীনার কুকুর বলা এবং বলানো জায়েয হওয়ার বিষয়ে মুহাব্বতকারীও সঠিক বিবেকবান ব্যক্তিদের মনের কুমন্ত্রণা দূর হয়ে প্রশান্তি অবশ্যই হয়ত এসে গেছে। এখন চলুন! মৃত কুকুর হওয়ার আকাংখা প্রকাশকারী একজন **আল্লাহ্**র অলির ঈমান তাজাকারী ঘটনার বিবরণ খুব মনোযোগ সহকারে শুনি! হযরত আল্লামা সায়্যিদুনা ইমাম ইউসুফ ইবনে ইসমাঈল নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা শেখ মুহাম্মদ বুদাইরী দিময়াতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন; আমার দাদাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওফাতের পরে তাকে একজন স্বপ্নে বালির টিলার উপর দাড়ানো অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনারা সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি জবাবে বললেন: **আল্লাহ্ তায়ারা** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং এ বালির টিলার যে পরিমাণ বালি আমার পদতলে রয়েছে, এত সংখ্যক মানুষকে শাফায়াত করার অনুমতি দান করেছেন। স্বপ্নে যিনি দেখেছেন, তিনি আরো জিজ্ঞাসা করলেন: কোন নেক আমলের বিনিময়ে আপনি এ মর্যাদা লাভ করেছেন? তিনি বললেন, আমি যখনই কোন মৃত কুকুর দেখতাম তখন আকাংখা করে বলতাম, "হায়! এই মৃত কুকুরটি যদি আমিই হতাম"। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার এ উক্তিটি কবুল হয়ে গেছে।

(জামে কারামাতে আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৩৪৪পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত, মারকাযে আহলে সুন্নাত, বরকাতে রেযা, হিন্দ)

খোদা সগানে নবী ছে ইয়ে মুঝকো সুনওয়াদে,
হাম আপনে কুত্তো মে তুঝকো শুমার করতে হে। (যওকে নাত)

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৮৪বার দীদার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ্ তায়ালার** নেককার বান্দাগণ **আল্লাহ্র** ভয়ভীতির কারণে কি ধরণের বিনয় ও নম্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ কথা নিশ্চিত যে, আশরাফুল মাখলুকাতের মর্মার্থ এ সকল অলিগণ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বুঝতেন। এই ঈমান তাজাকারী ঘটনা জামে কারামাতে আউলিয়া নামক কিতাবে বর্ণিত রয়েছে:

www.dawateislami.net

এ কিতাবের লিখক হযরত সায়্যিদুনা শেখ ইমাম ইউসুফ নাবহানীর বিষয়ে "জামে কারামতে আউলিয়া" কিতাবের **১ম** খন্ডের ৬৭ পৃষ্ঠায় তার জীবনীতে লিখেছেন: ইমাম ইউসুফ নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাদা দাঁড়ি বিশিষ্ট উজ্জল নূরানী চেহারা **আল্লাহ্ তায়ালার** স্মরণে সর্বদা আলোকিত থাকতো। আদবের সাথে দু'যানু হয়ে বসার মোবারক অভ্যাস ছিলো। তার মর্যাদা ও মহত্বের ব্যাপারে কি আর বলবো? বরং তার প্রিয়তমা সম্মানিত স্ত্রী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا স্বপ্নে ৮৪বার **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভে ধন্য হয়েছিলেন।

কিছে হে দীদে জামালে খোদা পছন্দ কি তাব,
ওহ পুরে জালওয়ে কাহা আশকার করতে হে। (যওকে নাত)

আশিকে রাসূলের অনন্য মৃত্যু

আ'লা হযরতর খলিফা, আমার মুর্শিদ কুত্বে মদীনা হযরত আল্লামা মাওলানা যিয়াউদ্দীন মাদানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে হযরত শেখ সায়্যিদুনা ইমাম ইউসুফ নাবহানীও رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খিলাফত দান করেছিলেন। জাওয়াহিরিল বিহার, প্রথম খন্ডের ভূমিকায় আমার মুর্শিদ কুত্বে মদীনার বরাত দিয়ে লিখা ঘটনার সারাংশ হলো: **ইশকে রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভরা জাওয়াহিরিল বিহার কিতাব লিখার অল্প কিছুদিন পরে ইমাম ইউফুস নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বপ্নে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভে ধন্য হলেন,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাওয়াহিরিল বিহার অনেক পছন্দ করেছেন এবং আপন দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে তাকে বুকের সাথে আলিঙ্গন করলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ব্যাকুল হয়ে আরয করলেন: **প্রিয় আক্বা!** এখন আপনার বিচ্ছেদের ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা নেই। তাঁর এ আবেগ আপ্লুত আবেদন কবুল হয়ে গেলো। সত্যিকারের রাসূল প্রেমিক আল্লামা ইউসুফ নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর **প্রিয় আক্বা ও মাওলা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী বুকের সাথে লেগে অতি সহজে এ দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

আপকে সীনে ছে লাগ কর মউত কি ইয়া মুস্তফা,
আরযো কব আয়েগী বর বে কছু মজবুর কি।

হযরত সায়্যিদুনা শেখ ইমাম ইউসুফ নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মৃত্যুর পর, তার এক প্রিয় ছাত্র তাকে স্বপ্নে যিয়ারত করলেন। যার নিকট তিনি মৃত্যুর এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যা পরে এভাবে সাধারণ মানুষ ও বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা শেখ ইমাম ইউসুফ নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইন্তিকাল আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওফাতের ১০ বছর পরে অর্থাৎ ১৩৫০ হিজরি মোতাবেক ১৯৩১ সনে হয়েছিল।

(জাওয়াহিরিল বিহার, ১২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

আবরে রহমত উনকে মরকদ পর গুহর বারী করে,
হাশর মে শানে করিমী নায বরদারী করে।
সীনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাতমে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কথাবার্তা বলার ১২টি মাদানী ফুল

(১) মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন, (২) মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব অর্জনের সাথে সাথে উভয়ের নিকট আপনি সম্মানিত হবেন, (৩) চিৎকার করে কথাবার্তা বলা, যেমন- আজকাল বন্ধু মহলে হয়ে থাকে, এটা সুন্নাত নয়, (৪) চাই একদিনের বাচ্চাও হোক না কেন ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও 'আপনি' 'জনাব' করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন, আপনার চরিত্রও উত্তম হবে সাথে সাথে বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে, (৫) কথা বলার সময় পর্দার স্থানে হাত লাগানো, থুথু ফেলতে থাকা, আঙ্গুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, অন্যজনের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ, ভাল অভ্যাস নয়। এগুলোর মাধ্যমে অন্যান্যদের ঘৃণার সৃষ্টি হয়, (৬) যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে মনোযোগ সহকারে শুনুন, তার কথা কেটে নিজের কথা শুরু করা সুন্নাত নয়,

www.dawateislami.net

(৭) কথাবার্তা বলা অবস্থায় বরং সর্বাবস্থায় অট্টহাসি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কেননা, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনোই অট্টহাসি দেননি, (৮) বেশি কথা বললে এবং বারবার অট্টহাসি দিলে প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়, (৯) **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন তুমি দেখবে যে কোন বান্দাকে পার্থিব অনাসক্তি ও স্বল্পভাষী হওয়ার নেয়ামত দ্বারা ধন্য করা হয়েছে, তবে তুমি তার নৈকট্য ও সঙ্গ অবলম্বন করো। কেননা, এসব লোককে হিকমত দান করা হয়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪১০১) (১০) **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে চুপ রইল সে মুক্তি পেল।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫০৯) মিরআতুল মানাজিহ এর মধ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কথাবার্তা চার ধারণের, (১) একান্ত ক্ষতিকর বরং পুরো কথাটাই ক্ষতিকর, (২) একান্ত উপকারী, (৩) কিছু ক্ষতিকর কিছু উপকারী, (৪) না উপকারী না ক্ষতিকর। একান্ত ক্ষতিকর কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। একান্ত উপকারী কথাবার্তা অবশ্যই করুন, যে কথাবার্তায় উপকারও রয়েছে ক্ষতিও রয়েছে, তা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন, উত্তম হচ্ছে না বলা। চতুর্থ প্রকারের কথাবার্তা (অর্থাৎ না উপকারী, না ক্ষতিকর) দ্বারা সময় নষ্ট হয়। এসব কথায় ভারসাম্য রক্ষা (উপকারী কিংবা অপকারী কথার পার্থক্য) করা কঠিন হয়ে পড়ে, চুপ থাকাটাই উত্তম। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(১১) কারো সাথে কোন কথাবার্তা বলতে কোন সঠিক উদ্দেশ্য থাকা চাই, সর্বদা শ্রোতার যোগ্যতা ও মনমানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত, (১২) খারাপ আলাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সর্বদা দূরে থাকুন, গালি-গালাজ থেকে বিরত থাকুন। মনে রাখবেন! কোন মুসলমানকে শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়াহ, ২১তম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)** এবং অশ্লীল কথাবার্তাকারীর জন্য জান্নাত হারাম। **নবীদের সরদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে।" **(কিতাবুস সামত মাআ মাওসূআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া সম্বলিত, ৭ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৫, আল মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত)**

কথা-বার্তা বলার বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করার জন্য, অন্যকে শিখানোর জন্য এবং সুন্নাত সমূহ শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২০পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, "সুন্নাত ও আদব" হাদিয়ার মাধ্যমে সংগ্রহ করুন। নিজে পড়ুন অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন। সুন্নাত ও আদব শিখার এক উত্তম মাধ্যম হলো, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

শিখনে সুন্নাতে, কাফেলে মে চলো, লুটনে রহমতে, কাফেলে মে চলো।
হো-গি হাল মুশকিলে, কাফেলে মে চলো, পাওগে বরকতে, কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে ও শোকের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ইজতিমা, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিয়ের দাওয়াতে সাওয়াব অর্জনের মাদানী ব্যবস্থাপত্র

বিয়েতে যেখানে অনেক টাকা পয়সা খরচ করা হয়, সেখানে খাবারের দাওয়াতের মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে এক একটি **"মাদানী বস্তা"** (STALL) লাগিয়ে সামর্থ্য অনুযায়ী মাদানী রিসালা, লিফলেট এবং সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট ইত্যাদি ফ্রি বন্টন করার ব্যবস্থা করে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন। আপনি শুধুমাত্র মাকতাবাতুল মদীনায় অর্ডার দিন। বাকী কাজ اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনেরা নিজেরাই সামলিয়ে নিবে। **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

নোটঃ তৃতীয় দিবসে ফাতিহাখানির অনুষ্ঠান, চেহলাম, গেয়ারভী শরীফের খাবারের দাওয়াত ইত্যাদির অনুষ্ঠানেও **ইছালে সাওয়াবের** জন্য এভাবে **"রিসালা বন্টন"** এর মাদানী বস্তার ব্যবস্থা করুন। **ইছালে সাওয়াবের** জন্য নিজের মরহুম আত্মীয়দের নাম ব্যবহার করে **ফয়যানে সুন্নাত, নামাযের আহকাম** এবং অন্যান্য ছোট বড় কিতাব, রিসালা এবং লিফলেট ইত্যাদি বন্টন করতে আগ্রহী ইসলামী ভাইয়েরা মাকতাবাতুল মদীনার সাথে যোগাযোগ করুন।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com

bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net